

দিওয়ানু আলি : মূলপাঠ ও কাব্যানুবাদ

কবিতাসমগ্র

আলি ইবনু আবি তালিব (রা.)

আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব
অনূদিত



গার্ডিয়ান

পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

(আলিরা.) ও তাঁর দিওয়ান প্রাথমিক আলোচনা

◆ (আলি রা.) : ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব	২৫
◆ (আলি রা.) : ভাষালংকারের আধার	৩০
◆ কবি হিসেবে (আলি রা.) : সাধারণ মূল্যায়ন	৩৪
◆ (আলি রা.)-এর কবিতার বিষয়বস্তু	৩৮
◆ ‘দিওয়ানু আলি’র নির্ভরযোগ্যতা : একটি বিশ্লেষণ	৪৭
◆ দিওয়ানের অনুবাদবিষয়ক জ্ঞাতব্য	৫৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

দিওয়ানের মূলপাঠ ও কাব্যানুবাদ

‘৫’ অন্ত্যমিলের কবিতাসমূহ

১. জ্ঞানের মর্যাদা	৬৪
২. বন্ধুত্ব ও জীবন	৬৬
৩. সেইসব নারী	৬৮
৪. এই যে দুনিয়া	৬৯
৫. বাড়ের মুখে অনড় থাকো	৭০
৬. বিধির লিখন	৭১
৭. নবিজির শোকে	৭২
৮. বদরের দিন	৭৪
৯. পার্থিব জীবন	৭৫
১০. রিজিক চাও তো কাজে নেমে যাও	৭৬
১১. শাসনভার	৭৭

‘৬’ অন্ত্যমিলের কবিতাসমূহ

১২. সিয়ফিন প্রাপ্তরে	৮০
১৩. দীনদারিতা ও কৌলীন্য	৮১
১৪. দুঃখের পরে সুখ	৮২

১৫. কষ্টের পরে স্বস্তি	৮৩
১৬. প্রিয় নবিজির কবরে এসে	৮৪
১৭. খন্দকের যুদ্ধে আমার ইবন আবদু ওদ-কে হত্যা করার পরে	৮৫
১৮. কতিপয় উপদেশ	৮৭
১৯. হুনাইনের দিন	৮৮
২০. আবু লাহাব প্রসঙ্গে	৮৯
২১. মানুষের বিশ্বস্ততা	৯০
২২. পুত্র হাসানের প্রতি	৯১
২৩. জীবন	৯৩
২৪. আত্মসম্মানবোধ	৯৪
২৫. আমার সবার	৯৫
২৬. সবার করো, সুসময় আসছে	৯৬
২৭. সম্পদের কারিশমা	৯৭
২৮. দারিদ্র্য	৯৮
২৯. বুদ্ধি প্রসঙ্গে	৯৯
৩০. বুদ্ধি সংক্রান্ত আরও দু চরণ	১০০
৩১. বুদ্ধি, জ্ঞান ও আদব	১০১
৩২. অসার বংশগৌরব	১০২
৩৩. কৌলীন্য	১০৩
৩৪. সৌজন্যবোধ	১০৪
৩৫. মূর্খতার প্রতিক্রিয়ায়	১০৫
৩৬. আত্মসংবরণ	১০৬
৩৭. ভালোবাসা ও সম্পর্কের ধারাবাহিকতা	১০৭
৩৮. তারল্যক্ষয় ও বন্ধুবিয়োগ	১০৮
৩৯. বন্ধুদের প্রস্থান	১০৯
৪০. ভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা	১১০
৪১. দিন ফুরালো প্রেম-প্রণয়ের	১১
৪২. ফাতিমার জন্য এলিজি	১১২
৪৩. বদরের যুদ্ধে ওয়ালাদ বিন ওতবাকে হত্যার পর	১১৩
৪৪. খাইবার প্রান্তরে	১১৪
৪৫. খাইবারবাসীর প্রতি	১১৫

৪৬. সিয়ফিনের যুদ্ধে	১১৬
৪৭. আজদ গোত্রের উদ্দেশে	১১৭
৪৮. পুত্র হোসাইনের প্রতি	১২০
৪৯. বদান্যতা	১২৫
৫০. মৃত্যু সবারই নিয়তি	১২৬
৫১. 'তোমারই সকাশে যাচি'	১২৭
৫২. চোখের আড়ালে সঙ্গী আমার	১২৮
৫৩. দুনিয়ার প্রতারণা	১২৯
৫৪. কৌলীন্যের দৌড়	১৩০
৫৫. তরবারি ও বর্ষার জোর	১৩১
৫৬. জয়নব-গীতিকা	১৩২

‘৩’ অত্যমিলের কবিতাসমূহ

৫৭. সিয়ফিনের কোনো একদিন	১৪১
৫৮. জীবনের হাকিকত	১৪২
৫৯. ঠুনকো ঘর ও চিরস্থায়ী ঘর	১৪৩
৬০. যেভাবে তোমাকে দেখো, তুমি তা-ই	১৪৪
৬১. দুঃসময়ে ধৈর্যধারণ	১৪৫
৬২. কম কথা, বেশি কথা	১৪৬
৬৩. নশ্বর দুনিয়া	১৪৭
৬৪. ছুটছে জীবনঘোড়া	১৪৮
৬৫. নবিজির জন্য এলিজি	১৪৯
৬৬. দৃষ্টির হেফাজত	১৫০

‘৪’ অত্যমিলের কবিতাসমূহ

৬৭. দুঃসময়ের পরে সুসময়	১৫২
--------------------------	-----

‘৫’ অত্যমিলের কবিতাসমূহ

৬৮. সৎসঙ্গ বনাম অসৎসঙ্গ	১৫৪
৬৯. গোপনীয়তা বজায় রাখা	১৫৫

‘৬’ অত্যমিলের কবিতাসমূহ

৭০. নবিজির পরশে	১৫৭
৭১. খারেজিদের প্রতি	১৫৮

৭২. ভ্রান্তি ও দুনিয়াপ্রেম	১৫৯
৭৩. সফরের উপকার	১৬০
৭৪. মসজিদ নববি নির্মাণের প্রাক্কালে	১৬১
৭৫. কালকের ক্ষতি আজকে পুষিয়ে নাও	১৬২
৭৬. বন্ধুহারা দিন	১৬৩
৭৭. মানুষ অনেক, বন্ধু অল্প	১৬৪
৭৮. মৃত্যু কাউকে দেবে না ছাড়	১৬৫
৭৯. আবু তালিবের জন্য এলিজি	১৬৬
৮০. সম্পর্কবিধি	১৬৮
৮১. অতি আবশ্যিক তিনটি গুণ	১৬৯

‘১’ অন্ত্যমিলের কবিতাসমূহ

৮২. কষ্টের মুহূর্তে সবর	১৭১
-------------------------	-----

‘২’ অন্ত্যমিলের কবিতাসমূহ

৮৩. শত্রুপক্ষের কাপুরুষতা	১৭৩
৮৪. নবিজির শয্যায় রাত্রিয়াপনের স্মৃতিচারণ	১৭৪
৮৫. পাকা ফল যেই গাছে, লোকে আসে তার কাছে	১৭৫
৮৬. রিজিক বণ্টন হয়ে গেছে	১৭৬
৮৭. ছোটবেলায় আদবশিক্ষা	১৭৭
৮৮. ঈমান, কুফর, সচ্ছলতা ও দারিদ্র্য	১৭৮
৮৯. মৃত্যুই সত্য	১৭৯
৯০. প্রৌঢ়ত্ব	১৮০
৯১. জামানার একেক রূপ	১৮১
৯২. ভালো-মন্দ মিলিয়েই দুনিয়া	১৮২
৯৩. দুআ	১৮৩
৯৪. ‘দেখেও না দেখা’র হাকিকত	১৮৪

‘৩’ অন্ত্যমিলের কবিতাসমূহ

৯৫. কবর জিয়ারতে এসে	১৮৬
৯৬. ইলম ও আদবের জরুরত	১৮৭
৯৭. ডাঙায় নৌকা চলে না	১৮৮

‘ص’ অন্ত্যমিলের কবিতাসমূহ

৯৮. পূর্ণতায় পৌছতে হলে	১৯০
-------------------------	-----

‘ض’ অন্ত্যমিলের কবিতাসমূহ

৯৯. অর্থব্যয় প্রসঙ্গে	১৯২
১০০. সত্য অস্বীকার	১৯৩

‘ط’ অন্ত্যমিলের কবিতাসমূহ

১০১. রিজিক প্রসঙ্গে	১৯৫
---------------------	-----

‘ظ’ অন্ত্যমিলের কবিতাসমূহ

১০২. জীবন থেকে শিক্ষা	১৯৭
-----------------------	-----

‘ع’ অন্ত্যমিলের কবিতাসমূহ

১০৩. অশ্লে তুষ্টি ও পরহেজগারিতা	১৯৯
১০৪. মরীচিকাময় দুনিয়া	২০০
১০৫. কতিপয় সদাচার	২০১
১০৬. সম্বয় বনাম মনোতুষ্টি	২০৩
১০৭. আল্লাহর অপার করুণা	২০৪
১০৮. মুনাজাত ও ক্ষমা প্রার্থনা	২০৫
১০৯. জীবনপথের পাথেয়	২০৯

‘غ’ অন্ত্যমিলের কবিতাসমূহ

১১০. দুনিয়াপ্রেম ও সম্পদপ্রীতি	২১৩
---------------------------------	-----

‘ف’ অন্ত্যমিলের কবিতাসমূহ

১১১. কুফা	২১৫
১১২. বিপদসংকুল পথের প্রস্তুতি	২১৬
১১৩. মরণেই মুক্তি	২১৭
১১৪. দুনিয়াটা খরচের	২১৮
১১৫. বড়ো যদি হতে চাও	২১৯

‘ق’ অন্ত্যমিলের কবিতাসমূহ

১১৬. আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্টি	২২১
১১৭. বিদায়-লগন সন্নিবন্ধে	২২২

১১৮. দুনিয়া ও তার ঝায়-ঝামেলা	২২৩
১১৯. সত্যিকারের বন্ধু কোথায়	২২৪

‘এ’ অত্যমিলের কবিতাসমূহ

১২০. অলৌকিক রহস্য	২২৬
-------------------	-----

‘উ’ অত্যমিলের কবিতাসমূহ

১২১. তোমার কাছেই ফিরতে হয়	২২৮
১২২. সম্পদ ক্ষয়িষ্ণু, জ্ঞান নয়	২২৯
১২৩. আল্লাহর পথই আমার পথ	২৩০
১২৪. দুর্বিপাকে ধৈর্যধারণ	২৩১
১২৫. যুগযাপনের ক্রেশ	২৩২
১২৬. অভাব-অনটনে সবার	২৩৪
১২৭. হুনাইন যুদ্ধের দিন	২৩৬
১২৮. অপসূরমাণ ছায়া	২৩৮
১২৯. বুদ্ধিমান ও নির্বোধ	২৩৯
১৩০. মুশরিকদের ওপর বিজয়	২৪০
১৩১. আত্মরক্ষায় বন্ধুস্বল্পতা	২৪২
১৩২. পরিস্থিতির তারল্যপ্রবণতা	২৪৪
১৩৩. মানুষের কতিপয় আপদ ও অসংলগ্নতা	২৪৫
১৩৪. মৃত্যু ও কবর	২৪৬
১৩৫. কষ্টের মাঝেই সুখ	২৪৭
১৩৬. হাত পাতার গঞ্জনা	২৪৮
১৩৭. কোনটা বেশি দামি	২৪৯
১৩৮. বাচালতা ও মুখ ফসকে যাওয়া	২৫০
১৩৯. বার্ধক্য ও যৌবন	২৫১
১৪০. আল্লাহর হামদ ও শোকর	২৫২
১৪১. দুয়ার খোলা সবার তরে	২৫৩
১৪২. জ্ঞানানুসন্ধান	২৫৪
১৪৩. বীরত্ব ও সাহসিকতা	২৫৫
১৪৪. অভাবে ধৈর্যধারণ	২৫৬
১৪৫. জ্যোতিষীদের মিথ্যাচার	২৫৭
১৪৬. খাদিজা ও আবু তালিবের জন্য এলিজি	২৫৮

১৪৭. জুবাইর ও তালহা	২৫৯
১৪৮. আম্মার বিন ইয়াসারের শাহাদাতের পর	২৬০
১৪৯. কুরাইশদের প্রতি	২৬১
১৫০. আত্মগৌরব	২৬৩
১৫১. চারটি বিশেষ গুণ	২৬৪

‘ম’ অত্যমিলের কবিতাসমূহ

১৫২. লাল পতাকা	২৬৬
১৫৩. বনু হামাদানের ঘোড়সওয়ারিরা	২৬৮
১৫৪. উহুদ যুদ্ধের পরে	২৭১
১৫৫. যুগপরিক্রমা ও ভাগ্যের রূপান্তর	২৭২
১৫৬. বিষাদময় দুনিয়া	২৭৪
১৫৭. সিয়ফিনে প্রাণ-উৎসর্গকারীদের স্মরণে	২৭৫
১৫৮. পিতার শোকে	২৭৬
১৫৯. আমর ইবন আবদু ওদ-কে হত্যা প্রসঙ্গে	২৭৭
১৬০. শক্তি ও সক্ষমতার গৌরব	২৭৮
১৬১. অভাব-প্রাচুর্য কোনোটাই স্থায়ী নয়	২৮০
১৬২. সত্যিকারের ভাই যারা	২৮১
১৬৩. জুলুম ও তার পরিণতি	২৮৩
১৬৪. গোপনীয়তা রক্ষণ	২৮৪
১৬৫. কতিপয় সদগুণ	২৮৫
১৬৬. দরিদ্র জ্ঞানী ও ধনী মূর্খ	২৮৭
১৬৭. বালা-মুসিবতে সবার	২৮৮
১৬৮. মহৎ মানুষের কাছে অভাবের কথা বলতে হয় না	২৮৯
১৬৯. জুলুম এবং জালিমের বিচার	২৯০
১৭০. পৃথিবীর সবকিছুই নশ্বর	২৯১

‘ন’ অত্যমিলের কবিতাসমূহ

১৭১. দ্বীন বনাম দুনিয়া	২৯৩
১৭২. বদরের দিন	২৯৫
১৭৩. দুঃসময়ে ভাইয়ের পরিচয়	২৯৬
১৭৪. দুনিয়ার দুই চক্র	২৯৭

১৭৫. সবরের ফল	২৯৮
১৭৬. সুযোগের সদ্যবহার	২৯৯
১৭৭. সবরের অশ্রে দুর্ব্যোগের মোকাবিলা	৩০০
১৭৮. উদ্বেগের জগতে শান্তি পাবে না	৩০১
১৭৯. আল্লাহর করুণাপ্রাপ্তির আশা	৩০২
১৮০. শিষ্টাচারের সজ্জা	৩০৪
১৮১. জীবন থেকে নেওয়া	৩০৬
১৮২. ক্ষমাপ্রার্থনা	৩০৭
১৮৩. কবর : নারীদের শেষ দুর্গ	৩০৮

‘৯’ অন্ত্যমিলের কবিতাসমূহ

১৮৪. বন্ধুকে দেখে মানুষ চেনা যায়	৩১০
১৮৫. দুনিয়া পাওয়া বা না পাওয়া	৩১১
১৮৬. দুনিয়া থেকে আত্মরক্ষা	৩১৩
১৮৭. কিয়ামত দিবস প্রসঙ্গে	৩১৪
১৮৮. শুদ্ধাচারী গুণাবলি	৩১৬
১৮৯. কষ্টের ভাঁজে সুখ নিহিত	৩১৭
১৯০. মরণের ওপারে	৩১৮
১৯১. সময়ের নেই বিশ্বাস	৩২০
১৯২. আল্লাহর প্রতি ভরসা	৩২১

‘০’ অন্ত্যমিলের কবিতাসমূহ

১৯৩. প্রবঞ্চক সময়	৩২৩
--------------------	-----

‘ঈ’ অন্ত্যমিলের কবিতাসমূহ

১৯৪. নবিজির কবরের ঘ্রাণ	৩২৫
১৯৫. নবিজির বিরহে শোকগাথা	৩২৬
১৯৬. আত্মগরিমা	৩২৮
১৯৭. আল্লাহর দেওয়া অভিনব স্বত্তি	৩২৯
১৯৮. সুবোধ ব্যক্তির পরিচয়	৩৩০
১৯৯. নিস্তার নেই বিচার থেকে	৩৩২
◆ সংযুক্তি : বিষয়সূচিবর্ণানুক্রমে	৩৩৩

আলি (রা.) : ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব

আলি ইবনু আবি তালিব (রা.) নবিজির নবুয়তপ্রাপ্তির দশ বছর পূর্বে ৬১০ ঈসাদে জন্মগ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র সান্নিধ্য ও স্নেহ-যত্নে ধন্য ছিলেন তিনি। সম্পর্কে তাঁরা ছিলেন চাচাতো ভাই। নবিজি ﷺ-এর ঘরেই তাঁর বেড়ে ওঠা। ইসলামের দাওয়াত শুরু হলে কিশোরদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ঈমান আনেন। ঘোড়সওয়ারি ও সম্মুখসমরে নাম-কুড়ানো অপ্রতিরোধ্য এই সাহসী যোদ্ধা তারুক ছাড়া সকল যুদ্ধেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে থেকে বীরত্বের সাথে লড়াই করেছেন। জীবদ্দশাতেই জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন যে কয়জন সৌভাগ্যবান সাহাবি, আলি (রা.) তাঁদের একজন। খোলাফায়ে রাশেদার চতুর্থজন তিনি। তাঁর সহধর্মিণী নবিদুহিতা ফাতিমাতুজ জাহরা (রা.)। তাঁদের কোল আলো করে আসেন নবিজির ‘চোখের মণি’ নাতি-নাতনিগণ: হাসান, হোসাইন, মুহসিন, উম্মে কুলসুম ও জাইনাব (রা.)।

তাঁর গায়ের রং তামাটে, দাড়ি ছিল ঘন, দৈহিক উচ্চতা মাঝারিগড়নের। হুঁপুটি স্বাস্থ্য। সুদর্শন চেহারা। আবুল হাসান ও আবু তুরাব^১ উপনামে খ্যাত।^২ এ ছাড়াও মা তাঁর নাম রেখেছিলেন ‘হায়দার’ (সিংহ)।^৩

গোটা জীবনে সাহসিকতা ও বীরত্বের অনন্য সব নজির তিনি রেখে গিয়েছেন। আল্লাহর দ্বীন ও তাঁর রাসূলের সাহায্যে আলি (রা.)-এর নিঃস্বার্থ ত্যাগ ইতিহাসে সুবিদিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর নির্দেশে যে রাতে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন, সে রাতে কুরাইশ গুপ্তচরদের চোখে ধুলো দিতে নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে তিনিই শুয়ে ছিলেন নবিজির বিছানায়। বদরে অংশগ্রহণ করে আল্লাহর পথে প্রথম মুষ্টিযুদ্ধের সৌভাগ্য হয়েছিল যে তিন সাহাবির, আলি (রা.) তাঁদেরও একজন।^৪ উভ্দের সমস্যাসংকুল পরিস্থিতিতে যে স্বল্পসংখ্যক যোদ্ধা জানবাজি রেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাশে অবস্থান করেন, তাঁদের মধ্যে আলি (রা.)-এর নাম প্রাতঃস্মরণীয়। খন্দকের যুদ্ধে অমর ইবনে আবদ ওদ্দ-এর মতো দুর্ধর্ষ যোদ্ধা তাঁর হাতে পরাস্ত ও নিহত হয়। খাইবারের যুদ্ধে নবিজি তাঁর হাতে তুলে দেন মুসলিমবাহিনীর পতাকা। নির্ভীক সাহসিকতা ও রণকুশলতার স্বীকৃতিস্বরূপ নবিজি তাঁকে ‘আসাদুল্লাহ’ (আল্লাহর সিংহ) উপাধিতে ভূষিত করেন। উপহার দেন সমরজয়ী অমর তরবারি—‘জুল ফিকার’^৫ (ذوالفقار)।^৬

আলি (রা.) খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন প্রায় চার বছর নয় মাস (৩৫-৪১ হি. / ৬৫৫-৬৬১ ঈ.)। সুদক্ষ ও প্রাজ্ঞ প্রশাসক হিসেবে তাঁর খ্যাতি অবিসংবাদিত। পূর্বতন তিন খলিফার আমলেও প্রশাসন ও আইন-বিচার উভয় ক্ষেত্রে তাঁর সহযোগিতা ও অবদান অবিস্মরণীয়।

আলি (রা.)-এর জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও সুতীক্ষ্ণ বিবেচনাবোধ বরাবরই অতুলনীয়। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে [কোনো কোনো বর্ণনায় উমর

(রা.)-এর খিলাফতকালে] একজন নারী বিবাহের ছয় মাস পরে সন্তান প্রসব করেন। সবাই প্রধানত জানতো, গর্ভধারণের নয় মাস অথবা সাত মাস পরে সন্তান জন্ম নেয়। কেউ কেউ ধারণা করল, মহিলা বিবাহের আগেই সন্তান গর্ভে ধারণ করেছেন। বিচারের জন্যে যখন তাঁকে নিয়ে আসা হলো, আলি (রা.) খলিফার কাছেই বসে ছিলেন। সবকিছু শুনে খলিফাকে তিনি বললেন—‘মহিলাকে অভিযুক্ত করার কিছু নেই, ছয় মাসে সন্তান প্রসব সম্ভব।’ সবাই জানতে চাইলো—‘কীভাবে?’ আলি (রা.) বললেন—

‘আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—ثَلَاثُونَ شَهْرًا (‘তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার স্তন্য ছাড়াতে লেগেছে ত্রিশ মাস’)^৭ অর্থাৎ, গর্ভধারণ ও দুগ্ধপ্রদানের মোট সময় ত্রিশ মাস।

অন্য আয়াতে বলেছেন—وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ (‘আর সন্তানবতী নারীরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বছর দুধ খাওয়াবে’)^৮ অর্থাৎ, দুগ্ধপ্রদানের সময় হলো দুই বছর। মানে চব্বিশ মাস।

সুতরাং, গর্ভধারণের সময় কিন্তু ছয় মাস^৯ হওয়া সম্ভব!’

আলি (রা.)-এর যুক্তিযুক্ত মত আমলে নিয়ে খলিফা মহিলাকে শাস্তি থেকে রেহাই দেন।

এভাবে বিভিন্ন সময় আইনগত ও প্রশাসনিক বিবিধ জটিলতা নিরসনে আলি (রা.)-এর তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বিচার-বিবেচনাবোধ সাধারণভাবে মুসলিম উম্মাহকে ও বিশেষভাবে খিলাফতে রাশেদাকে ঋদ্ধ করেছে। তাঁর এই পাণ্ডিত্য সমানভাবে পরিদৃষ্ট হয় কবিতার ক্ষেত্রেও।

জ্ঞান ও বুদ্ধির অনুশীলনে তিনি নিজে যেমন অগ্রগামী ছিলেন, সন্তান ও সাথিবর্গকেও তাতে উৎসাহ দিতেন। এ জন্য তাঁর কবিতার উল্লেখযোগ্য একটি অংশই প্রাজ্ঞিক উপদেশে ভরপুর। তাঁর সমসাময়িক আর কারোর কবিতায় গভীর জীবনবোধ এতটা সংহত হয়ে ধরা দেয়নি।

আল্লাহভীতি ও দুনিয়াবিরাগ ছিল তাঁর বসন। অভিজাত বংশের সন্তান, দুর্বিনীত অজেয় যোদ্ধা ও একজন বরণীয় পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর জীবনযাপন ছিল নেহাত সাধারণ, সাদামাটা। বৈষয়িক উন্নতির সব উপায়-উপকরণ ও সুযোগ হাতের কাছে ছিল, অথচ দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্তির উজ্জ্বল নমুনা হয়ে আছেন তিনি। একবার তিনি তরবারি বিক্রি করে দিচ্ছিলেন। মানুষের কৌতূহল দেখে বললেন, ‘আমার যদি “ইয়ার”^{১০} কেনার পয়সা থাকতো, তরবারি বেচতাম না।’^{১১}

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ আলি (রা.) : ভাষালংকারের আধার

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কতিপয় সাহাবি বিশেষভাবে খ্যাত তাঁদের অগাধ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের জন্যে। তাঁরা ফিকহি বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান ও কুরআন-সুন্নাহর ভাষ্য উপস্থাপনে সমকালে ও উত্তরকালে মুসলিম উম্মাহর কাছে বিশেষভাবে গ্রহণীয়। আলি (রা.) তাঁদের অন্যতম।

এই অগ্রগণ্য প্রাজ্ঞজনদের মধ্যে আলি (রা.) বিশিষ্ট হয়ে আছেন তাঁর ভাষিক লালিত্যের জন্যে। যেকোনো বিষয়ে কয়েকজন সাহাবির বক্তব্য জড়ো করলে আলি (রা.)-এর উক্তিটি খুব সহজেই আলাদা করে চেনা যায়। কারণটা আর কিছু নয়, তাঁর শব্দচয়নের অভিজাত্য ও নান্দনিকতা।

সচেতন পাঠকমাত্রই জানেন, শব্দালংকার সাধারণত কৃত্রিমতার ঝুঁকি থেকে মুক্ত নয়। সহজাত সুন্দর শব্দালংকারে খুব কম শব্দশিল্পীই পারঙ্গম হতে পারেন। আলি (রা.)-এর অলংকারপূর্ণ কথা নিবিষ্ট মনে যে কেউ পড়লেই বুঝতে পারবেন, কী সহজ নিভাঁজ দুলকি চালে এগিয়ে চলে তাঁর শব্দঘোড়া।

ভাষা-সাহিত্যে আলাদা দখল রাখা, জ্ঞানী হবার আবশ্যকীয় শর্ত নয়। এটি অতিরিক্ত একটি গুণ। সুতরাং, শব্দের কারুকাজে দক্ষ হওয়া কারও জ্ঞানের গভীরতা প্রমাণ করে না; বরং কখনও কখনও অগভীরতা ঢাকার আবরণ হিসেবে ভাষালংকারকে ব্যবহার করতে দেখা যায়—প্রায় সব যুগে, সব ভাষার সাহিত্যে। অন্যদিকে, এও সত্য, সুগভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাথে সহজাত ভাষানৈপুণ্যও যখন একত্রিত হয়, তখন উপস্থাপনা হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে, কোনো বক্তব্য মানুষের মনে আলাদাভাবে রেখাপাত করার সম্ভাবনা তৈরি হয়। আলি (রা.)-এর বাণী এতদুভয়ের সুষম অন্বয় নিয়ে পরিপুষ্ট।

উদাহরণ হিসেবে আমরা ‘তাকওয়া’ (আল্লাহভীরুতা বা পরহেজগারিতা) বিষয়ে কয়েকজন সাহাবির বক্তব্য লক্ষ করতে পারি। কুরআন ও সুন্নাহতে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপকৃত ‘তাকওয়া’র প্রায়োগিক পরিচয় তাঁরা দিয়েছেন বিভিন্ন আঙ্গিক থেকে।

- আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর মতে :

أَنْ يُطَاعَ فَلَا يُعْصَى، وَأَنْ يُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى، وَأَنْ يُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرُ.^{১৫}

‘আল্লাহকে মেনে চলা, অবাধ্য না হওয়া; আল্লাহকে স্মরণ করা, ভুলে না যাওয়া; আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া, অকৃতজ্ঞ না হওয়া।’

- আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন—

التقوى أن لا ترى نفسك خيرا من أحد . ١٥

‘নিজেকে আরেকজনের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর মনে না করার নাম তাকওয়া।’

- উমর (রা.)-এর প্রশ্নের উত্তরে উবাই ইবনে কা'ব (রা.) :

أما سلك طريقاً ذا شوك؟ قال: بلى قال: فما عملت؟ قال: شمرت واجتهدت، قال: فذلك التقوى . ١٩

‘আপনি কি কাঁটাঘেরা কোনো পথ পাড়ি দেননি? উমর (রা.) বললেন—বটে! উবাই (রা.) বললেন—কীভাবে পাড়ি দিয়েছেন? উমর (রা.) বললেন—কাপড় গুটিয়ে কাঁটা থেকে বাঁচার চেষ্টা করতে করতে। উবাই (রা.) বললেন—ওটাই তাকওয়া।’

- আলি (রা.) বলে—

هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل . ٢٥

‘আল্লাহকে ভয় করা, কুরআন অনুযায়ী আমল করা, অল্পে তুষ্ট হওয়া, মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত থাকা।’

লক্ষণীয়, প্রথম তিনটি বক্তব্য সারগর্ভ, তবে শব্দচয়ন সরল ও সাদামাটা। আলি (রা.)-এর বক্তব্য একইসাথে সারগ্রাহী ও শব্দালংকারে পূর্ণ।

আরবিপাঠে অনভিজ্ঞ পাঠকের সুবিধার্থে সুন্দর বাণীটিকে আমরা প্রতিবর্ণায়ন করে দেখতে পারি :

‘হিয়াল খাওফু মিনাল জালিল, ওয়াল আমালু বিত-তাজিল, ওয়ার-রিদা বিল-কালিল,
ওয়াল ইস্তি'দাদ লিয়াওমির রাহিল।’

‘তাকওয়া’র পূর্ণতা বিধানে চারটি বিষয়কে তিনি জোর দিয়েছেন। প্রতিটি বিষয়ের বর্ণনায় ‘مسجع’ বা অনুপ্রাসমণ্ডিত^{১৯} শব্দচয়ন করেছেন— জালিল, তানজিল, কালিল, রাহিল। চাইলে জালিল-এর জায়গায় সরাসরি আল্লাহ কিংবা তানজিল-এর পরিবর্তে কুরআন ব্যবহার করা যেত। কিন্তু এমনভাবে তিনি শব্দচয়ন করেছেন, যা অনুপ্রাসের সৌন্দর্যের কারণে শ্রবণেন্দ্রিয়ে ঝংকার তোলে, আবার সহজতার কারণে মস্তিষ্কেও অতিরিক্ত পরিশ্রম করায় না। আনীত বিকল্প শব্দগুলো দুর্বোধ্য বা অপরিচিত নয়, একজন বিশুদ্ধভাষী আরবের কাছে একান্ত আটপৌরে।

মধ্যযুগের আরবি সাহিত্যে অনুপ্রাসনির্ভর একধরনের রচনার সাথে আরবিপ্রেমীগণ নিশ্চয়ই পরিচিত। এই রচনাগুলোতে অনুপ্রাসের প্রতি জোর দিতে গিয়ে এমন সব প্রতিশব্দ আনা হয়েছে, যার বড়ো একটি অংশই নৈমিত্তিক ব্যবহার বা প্রচলনে আগাগোড়া অনুপস্থিত, এমনকি প্রাচীন সাহিত্যকর্মেও যার উল্লেখযোগ্য হাজিরা চোখে পড়ে না। আলি (রা.)-এর অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব এই জায়গায় যে, তিনি প্রচলিত ও সহজবোধ্য প্রতিশব্দেই অনুপ্রাসের ডালি সাজাতে পারেন।^{২০}

চতুর্থ পরিচ্ছেদ আলি (রা.)-এর কবিতার বিষয়বস্তু

আলি (রা.) জীবনমুখী কথাশিল্পী। বিচিত্র বিষয়ে কবিতা রচনা করেছেন তিনি। প্রাচীন আরবি কবিতার উল্লেখযোগ্য কিছু ক্ষেত্র তাঁর কবিতায় দেখা যায়। অন্যদিকে শৈলীর ন্যায় বিষয়বস্তুতেও স্বাতন্ত্র্যের ছাপ রেখেছেন তিনি। দিওয়ানের কবিতাগুলো পর্যালোচনা করলে মোটাদাগে যে বিষয়গুলো আমাদের নজরে পড়ে, তার একটি সংক্ষিপ্ত আলোচ্য এখানে বিবৃত হচ্ছে।

ক. গৌরবগাথা

কীর্তিমান পূর্বপুরুষ ও স্বীয় বীরত্বের বর্ণনাসংবলিত কাব্য (الفخر والحماسة) প্রাচীন আরবি সাহিত্যের ইতিহাসে সর্বাধিক পরিচিত ও আলোচিত বিষয়। কৌলীন্যের ধারণাকে ইসলাম নাকচ করে বিধায় সাহাবি কবিদের ইসলাম-উত্তর কাব্যচর্চায় বংশীয় গৌরবগাথা গরহাজির। তবে গৌরব প্রকাশের ইসলাম অনুমোদিত ক্ষেত্রগুলোতে তাঁদের কিছু রচনা দৃশ্যমান। যেমন :

১. নিজেকে শ্রেষ্ঠতর বলে প্রমাণ করা অথবা বড়াই করার উদ্দেশ্যে স্বীয় অর্জন বা কৃতিত্ব জাহির করা নিষিদ্ধ হলেও আল্লাহ তায়ালার নিয়ামত ও করুণার স্বীকৃতি দেওয়া, সদৃশাবলি অর্জনে অন্যকে উৎসাহিত করা ইত্যাদি কল্যাণকর লক্ষ্য সামনে রেখে গৌরব প্রকাশ ইসলামে অনুমোদিত।^{৩০}

কুরআন বলছে— وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ‘আপনার রবের নিয়ামতের কথা বলুন।’^{৩১}

নবিজি বলেন— إِنَّا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ ‘কিয়ামতের দিন আমি আদমসন্তানদের নেতা। তবে এ নিয়ে অহংকার নেই।’^{৩২} আবু জর গিফারি (রা.) বলতেন—‘আমি তৃতীয় ইসলাম গ্রহণকারী।’ সা’দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-কে বলতে শোনা যেত—‘আল্লাহর রাস্তায় প্রথম তির নিক্ষেপ আমি করেছি।’^{৩৩}

এমনিভাবে আলি (রা.)ও আল্লাহপ্রদত্ত বিভিন্ন নিয়ামত, অনুগ্রহ ও সৌভাগ্যের কথা বলতেন। যেমন :

إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ أَنْ لَا يُجَبَّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضَنِي إِلَّا مُنَافِقٌ

‘নবিজিই তো মার্ক করে গেছেন: বিশ্বাসী ব্যক্তিমাত্র আমাকে ভালোবাসবে, কপট ব্যক্তিমাত্র আমাকে অপছন্দ করবে।’^{৩৪}

আল্লাহর নিয়ামতের ঘোষণা ও স্বীকৃতি কবিতায়ও বিভিন্ন সময় দিয়েছেন তিনি। দিওয়ানে সংস্থিত এ ধরনের কবিতাগুলোয় আমরা দেখব, কোনো বিশেষ প্রাপ্তি বা অনুগ্রহের কথা যখন তিনি বলেন, আল্লাহর প্রতি প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জুড়ে দেন। যেমন :

الحمد لله الجميل المفضل ** المسبغ المولي العطاء المخزّل . ۱
 شكرًا على تمكينه لرسوله ** بالنصر منه على البغاة الجهل . ۲
 كم نعمة لا أستطيع بلوغها ** جهداً ولو أعملت طاقة مقولي . ۳
 لله أصبح فضله متظاهراً ** منه عليّ سألت أم لم أسأل . ۴

- ১ প্রশংসা করি সুন্দরতম প্রভুর, করুণা অপার য়ার
 দুই হাত ভরে দিয়েছেন যিনি নিয়ামতরাজি অশেষ তাঁর।
- ২ শোকরগোজার হই তাঁর—তিনি হয়েছেন নবিজির সহায়
 মূর্খ এবং গোয়ার ওসব দুশমনদের মোকাবিলায়।
- ৩ কত নিয়ামত দিয়েছেন তিনি, অর্জন করা অসাধ্য যা
 কথা অনুপাতে শ্রম দিলেও তো থাকবে নিছক আরাধ্য তা।
- ৪ আমার জীবনে আজ তাঁর কত করুণা ও দান প্রকাশ পেল
 চেয়ে তো পেয়েছি, না চেয়েও কত করুণা আমার নিকট এলো!

[১৪০-সংখ্যক কবিতা]

২. নিজের বীরত্ব ও সাহসিকতার সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটিয়ে শত্রুর মনোবল ভেঙে দিতে বংশগৌরব ও অন্যান্য অহংবোধক উক্তি ইসলামে অনুমোদিত।^{৩৫} যুদ্ধের মাঠে আবু দুজানা (রা.)-কে অহংপ্রদর্শনপূর্বক সদর্পে চলতে দেখে নবিজি বলেন—إِنَّ هَذِهِ لَمِشْيَةً يُبْغِضُهَا اللَّهُ إِلَّا فِي هَذَا الْمُؤْتِنِ ‘এভাবে হাঁটা আল্লাহর অপছন্দনীয়। তবে এই জায়গায় (যুদ্ধে) নয়।’^{৩৬}

সাধারণত প্রতিপক্ষের সাথে মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হবার পূর্বে উভয় দলের সিপাহিনেতারা কয়েকটি শ্লোক ছুড়ে দিতেন। প্রত্যুত্তরে অপরজনও ততোধিক শ্লেষমাখা শ্লোক আবৃত্তি করতে করতে এগিয়ে যেতেন। শত্রুকে বিহ্বল করে তোলা, স্বীয় সৈন্যদলের মনোবলকে চাঙা করা এবং অপর পক্ষের আত্মবিশ্বাস ধসিয়ে দেওয়া এ ধরনের শ্লোকগুলোর মূল উদ্দেশ্য।

আলি (রা.) রচিত শ্লোকগুলোর উল্লেখযোগ্য অংশ এ ধরনের প্রেক্ষাপটে রচিত। সিংহভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, আলি (রা.) প্রথমে না বলে প্রতিপক্ষের উত্তরেই উপস্থিত ছন্দবাণ ছুড়তেন।

এ পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বিখ্যাত কয়েকটি শ্লোক প্রাচীন ইতিহাসগ্রন্থগুলোতে প্রায়ই উল্লিখিত হতে দেখা যায়।^{৩৭} বক্ষ্যমাণ দিওয়ানে শ্লোকগুলো অনুপস্থিত (সম্ভবত সংকলকের নজরে পড়েনি, অথবা সমার্থক অন্য শ্লোক আসায় পুনরুক্তি এড়াতে উল্লেখ করেননি)। সংকলনে না থাকলেও পাঠকদের জ্ঞাতার্থে শ্লোকগুলো নিচে উল্লেখ করা হচ্ছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

‘দিওয়ানু আলি’র নির্ভরযোগ্যতা : একটি বিশ্লেষণ

আলি (রা.)-এর কাব্যপ্রতিভা ঐতিহাসিকভাবে সুবিদিত। তিনি স্বভাবকবি ছিলেন, বিভিন্ন উপলক্ষ্য ও প্রেক্ষাপটে শ্লোক বাঁধতেন—এ কথার সঙ্গে কেউ দ্বিমত করেন না। কিন্তু তাঁর কবিতার সংকলন তথা প্রচলিত ‘দিওয়ান’ কতটুকু বা কোন মাত্রায় নির্ভরযোগ্য, এ নিয়ে পণ্ডিতমহলে বিতর্ক আছে। এ বিতর্কের যৌক্তিকতাও আছে।

অন্যান্য প্রাচীন কবিদের দিওয়ানের মতো ‘দিওয়ানু আলি’ও কবি নিজ হাতে সংকলন করে যাননি। বিভিন্ন গ্রন্থ ও বর্ণনা থেকে চয়ন করে কাব্যবিশারদগণ শ্লোকগুলো জমা করেছেন। ফলে এ কথা নিশ্চিতভাবে বলার সুযোগ নেই—এখানে চয়িত সকল কবিতা সন্দেহাতীতভাবে আলি-ই (রা.) রচনা করেছেন। অন্য কোনো কবির রচনা থেকে কোনো অংশ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এখানেও ঢুকে যাওয়া সম্ভব (কীভাবে তা ঘটতে পারে, এ প্রসঙ্গে সামনে আলোচনা আসছে)। প্রাচীন কবিতার অধিকাংশ দিওয়ানের ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য।

তাই বলে অধুনাতন লেখক যিরিকলি (১৮৯৩—১৯৭৬ খ্রি.) যেভাবে সম্পূর্ণ দিওয়ানকেই ভিত্তিহীন বলার চেষ্টা করেছেন,^{৪০} তা যে অতিশয় অত্যাধিক, এ সহজেই অনুমেয়। এমনকি আলি (রা.)-এর কবিতার ব্যাপারে ইমাম সুয়ুতির (১৪৪৫—১৫০৫ খ্রি.) সূত্রে যে কথাটি বেশ আলোচিত—নির্দিষ্ট দুটি শ্লোক ছাড়া আলি (রা.) থেকে আর কোনো শ্লোক আমাদের কাছে আসেনি; [এটি মূলত মিরযাবানির (৯০৯—৯৯৩ খ্রি.) মন্তব্য^{৪১} সুয়ুতির সূত্রে উল্লিখিত বিধায় আলি রা.-এর কবিপরিচয়ে সংশয় উপস্থাপনকারীগণ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সুয়ুতির নামে উদ্ধৃত করেছেন]—তাও গবেষক ও বিশ্লেষকদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি, যেহেতু এটা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, অসংখ্য নির্ভরযোগ্য সিরাতগ্রন্থ [যেমন, *সিরাতে ইবনে হিশাম*] ও সর্বমহলে সমাদৃত ইতিহাসগ্রন্থে [যেমন : *তারিখু দিমাশক*] বর্ণনাপরম্পরা-সহই আলি (রা.) থেকে বিভিন্ন শ্লোক বর্ণিত হয়েছে। তা ছাড়া সাধারণ বিচার-বুদ্ধিতেও ধরা যায়, মন্তব্যটি বাস্তবতার কাছাকাছি আসতে পারেনি। সর্বজনস্বীকৃত একজন কবি গোটা জীবনে শুধু দুইটি শ্লোক রচনা করবেন, ব্যাপারটি অভাবনীয়।

যিরিকলির (১৮৯৩—১৯৭৬ খ্রি.) সিদ্ধান্তকে জোর দিতে গিয়ে সমকালীন লেখক আবদুর রহমান মুসতাওয়ি কয়েকটি সংশয়ের কথা এনেছেন,^{৪২} যার সারমর্ম এই—

১. আলি (রা.)-এর নামে ভুলভাবে আরোপিত (Misattributed) প্রচুর বাণী বিভিন্ন সময় ছড়িয়েছে। দিওয়ানেও তেমন কিছু ঘটতে পারে।

২. ‘দিওয়ানু আলি’র অনেক শ্লোক দিওয়ানুশ শাফিয়ি ও অন্যান্য দিওয়ানেও পাওয়া যায়। অর্থাৎ, আলি (রা.)-ই যে কবিতাগুলোর রচয়িতা, তা প্রমাণিত নয়।

দুটি আশঙ্কাই সত্য। তবে সত্যের একটি পিঠ এখানে দৃশ্যমান। অপর পিঠেও নজর দেওয়া যাক—
কারও নামে কোনো বানোয়াট কথা প্রচলিত হলে তাঁর সব কথাই ভিত্তিহীন হয়ে যায় না। বিভিন্ন সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নামে অসংখ্য জাল বর্ণনা রচনা করতেও কিছু অপরিণামদর্শী লোক দ্বিধা করেনি। শুধু এই বানোয়াট হাদিস নিয়েই টাউস সাইজের একাধিক সংকলন আছে। যথাযথ অনুসন্ধান ও প্রক্রিয়ায় হাদিসবেত্তাগণ ভুল বর্ণনাগুলো চিহ্নিত করেন এবং প্রামাণ্য-প্রমাণিত হাদিসগুলো আলাদা করেন। এভাবে আমরা হাদিসের নামে প্রচলিত জাল কথা বাদ দিয়ে আসল হাদিসগুলো পাঠ ও অনুসরণ করে থাকি। জাল বর্ণনা ছড়িয়েছে—এ কথা বলে গোটা হাদিসশাস্ত্রের ওপর অনাস্থা জ্ঞাপন করা নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞানতার পরিচায়ক। এ কথা যেকোনো শাস্ত্রের বেলায় প্রযোজ্য।

আলি (রা.)-এর নামে আরোপিত অনেক কথা নানা সময় ছড়ানো হয়েছে—এটি ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত। তাই বলে তাঁর জীবনের সব কথাকেই সন্দেহের চোখে দেখা যায় না। ইতিহাস গবেষক ও কাব্যবিশারদদের কাজ হলো প্রমাণিত ও অপ্রমাণিত বর্ণনা আলাদা করা। ভুল তথ্যে আপতিত হবার শঙ্কাটি তখন কমে যায়।

১. ‘দিওয়ানু আলি’র অনেক শ্লোক পরবর্তী দিওয়ানগুলোতে পাওয়া যায়। যেমন : দিওয়ানুশ শাফিয়ি ও দিওয়ানুল ইমাম ইবনে আল-মুবারক (উভয়টির অনুবাদ চলমান, আলহামদুলিল্লাহ)।

আমাদের অনুমানমতে, এর একটি সম্ভাব্য কারণ এই—

ইমাম শাফিয়ি (৭৬৭-৮২০ খ্রি.) বা ইমাম ইবনুল মুবারক (৭২৬-৭৯৭ খ্রি.) তাঁদের কোনো মজলিসে আলি (রা.)-এর কবিতা উদ্ধৃত করে একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন, কিন্তু মজলিসে উপস্থিত শ্রোতাগণ পরবর্তী সময়ে অন্যের কাছে কবিতাটি যখন পেশ করলেন, তখন ইমাম শাফিয়ি বা ইবনুল মুবারকের কবিতা হিসেবেই উদ্ধৃত করেছেন। হয়তো তাঁর মনেই ছিল না যে, এটি আলি (রা.)-এর সূত্রে শাফিয়ি বলেছেন। অথবা মূল বক্তব্যের দিকে মনোযোগ দিতে গিয়ে কবির নাম খেয়াল করেননি। যেহেতু তিনি শাফিয়ির মজলিসে কবিতাটি শুনেছেন, শাফিয়ির কবিতা হিসেবেই পরবর্তী সময়ে তাঁর স্মৃতিপটে খোদাই হয়ে গেছে। ব্যক্তি হিসেবে তিনি হয়তো নির্ভরযোগ্য ছিলেন, তাঁর কথায় আস্তা রেখে সংকলকগণ একে শাফিয়ির কবিতা হিসেবে গণ্য করেছেন। অন্যদিকে, ভিন্ন বর্ণনাসূত্রে কবিতাটি যেহেতু আলি (রা.)-এর কাছ থেকে পাওয়া গেছে, তাই দিওয়ানু আলিতেও কবিতাটি স্থান পেয়েছে।

দিওয়ানগুলোর সংকলনকর্ম প্রায় কাছাকাছি সময়ে হওয়াটাও বর্ণনাজট তৈরির একটি কারণ হতে পারে।

(১)
فضل العلم

১. النَّاسُ مِنْ جِهَةِ التَّمثِيلِ أَكْفَاءُ ** أَبُوهُمْ آدَمُ وَالْأُمُّ حَوَاءُ
২. نَفْسٌ كَنَفْسٍ وَأَرْوَاحٌ مُشَاكِلَةٌ ** وَأَعْظَمُ خُلِقَتْ فِيهَا وَأَعْضَاءُ
৩. وَإِنَّمَا أُمّهَاتُ النَّاسِ أَوْعِيَةٌ ** مُسْتَوْدَعَاتٌ وَلِلْأَحْسَابِ آبَاءُ
৪. فَإِنْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ أَصْلِهِمْ شَرَفٌ ** يَفَاخِرُونَ بِهِ فَالطَّيْنُ وَالْمَاءُ
৫. مَا الْفَضْلُ إِلَّا لِأَهْلِ الْعِلْمِ إِنَّهُمْ ** عَلَى الْهُدَى لَمَنْ اسْتَهْدَى أَدْلَاءُ
৬. وَقِيَمَةُ الْمَرْءِ مَا قَدْ كَانَ يُحْسِنُهُ ** وَلِلرِّجَالِ عَلَى الْأَفْعَالِ أَسْمَاءُ
৭. وَضِدُّ كُلِّ امْرِئٍ مَا كَانَ يَجْهَلُهُ ** وَالْجَاهِلُونَ لِأَهْلِ الْعِلْمِ أَعْدَاءُ
৮. وَإِنْ أَتَيْتَ بِجُودٍ مِنْ ذَوِي نَسَبٍ ** فَإِنَّ نِسْبَتَنَا جُودٌ وَعِلْيَاءُ
৯. فَفُزْ بِعِلْمٍ وَلَا تَطْلُبْ بِهِ بَدَلًا ** فَانَاسُ مَوْتَى وَأَهْلُ الْعِلْمِ أَحْيَاءُ

(২)
জ্ঞানের মর্যাদা

- ১ মানুষ তো সব একই রকম, কাউকে আলাদা ভাবা যাবে না
আদম তাদের সকলের পিতা, হাওয়া-ই হলেন সবার মাতা।
- ২ সবার প্রাণ ও আত্মার রূপ এক, তাতে ভেদাভেদ পাবে না
হাড় দিয়ে গড়া সকলের দেহ, সব দেহে নানা অঙ্গ পাতা।
- ৩ মায়েরা তাঁদের সন্তানদের সযতনে পেটে করেন ধারণ
আর বাবা চালু রাখেন মানববংশের এই পরম্পরা।
- ৪ শিকড়ের কোনো গর্ব করলে মাটি-পানি নিয়ে করুন, কারণ
মাটি ও পানির মিশেলে প্রথম-মানবকে হলো সৃজন করা।^১
- ৫ জ্ঞানচর্চায় রত লোকেরাই হবেন কেবল মর্যাদাবান
সুপথের পথী সে জ্ঞানীই হন, যিনি খুঁজে নেন দলিল-প্রমাণ।

^১ যারা নিজেদের জাত বা বংশের নিকটবর্তী সমৃদ্ধ অতীত নিয়ে অহংকারে মেতে ওঠে, তাদের বোঝা উচিত— আমাদের সবার পরিচয় ও অতীত শেষপর্যন্ত যেই বিন্দুতে গিয়ে মিলিত হয়, সেই আদম (আ.) সৃষ্ট হয়েছেন মাটি ও পানি দিয়ে। পূর্বপুরুষবাহিত প্রতিপত্তি বা সম্মান নিয়ে গৌরব যদি করতেই হয়, আদিপিতা তাঁর সন্তায় যা বহন করতেন, তা নিয়ে গৌরব করাই বাঞ্ছনীয়। অথচ মাটি-পানির মতো সাধারণ বস্তু নিয়ে গৌরবের কিছু নেই।

অন্য কবিতায় বক্তব্যটি তিনি আরও স্পষ্ট করেছেন—

‘যারা অজ্ঞতাবশত নিজের বংশকে নিয়ে করছো বড়াই
এক পিতা, এক মা’র সন্তান সবাই, গর্ব কেন এরপরও?
মানুষ কি রূপা, লোহা-তামা নাকি সোনায়ে গড়া যে গৌরব করো?
বরং মাটিতে সৃজিত; হাড়িড-মাংস ও রগ ছাড়া কিছু নাই।’

- ৬ সুন্দর কাজ রেখে যাওয়া ছাড়া মানুষের কোনো মূল্য নেই
মানুষের নাম বেঁচে থাকে তার কৃত কীর্তি ও কর্মতেই।
- ৭ মানুষের বড়ো শত্রু হিসেবে পাবে তার নিজ অজ্ঞতাকে
জ্ঞানী মানুষের সাথে অজ্ঞের দূশমনি যেন লেগেই থাকে।
- ৮ উঁচু খানদানে জন্ম নেওয়ার মাঝেই কি শান দেখতে পাও?
(না,) আমার দেখানো জ্ঞানের পথেই শানমান হবে উচ্চতর।
- ৯ জ্ঞানে তুমি হও ঋদ্ধ, জ্ঞানকে যেন কখনোই বেচে না খাও
মূর্খ জীবিত থাকলেও মৃত, জ্ঞানীরা মরেও হন অমর।

(৩)
النساء

دُعْ ذَكَرَهُنَّ فَمَا لهنَّ وِفَاءُ ** رِيحُ الصَّبَا وَعَهْدُهُنَّ سَوَاءُ . ১
يَكْسِرْنَ قَلْبَكَ ثُمَّ لَا يُجْبِرُنَّهُ ** وَ قُلُوبُهُنَّ مِنَ الْوِفَاءِ خِلَاءُ . ২

(৩)
সেইসব নারী

- ১ সেই নারীদের কথা বাদ দাও, কথাই রাখে না যারা
পুবাল হাওয়া ও তাদের কথার গতিবিধি বোঝা দায়।
- ২ হৃদয় ভাঙবে, জোড়া সে দেবে না ভাঙা হৃদয়টায়
বিশ্বাস ঠিক রাখতে যাদের মনে নেই কোনো তাড়া।

(৫৩)

الاغترار بالدنيا واليقين

- فلم أر كالدنيا بها اغترَّ أهلها ** وَلَا كاليقين استأنسَ الدهرَ صاحبُه . ১
أمرُّ على رمسِ القريبِ كأنما ** أمرُّ على رمسِ امرئٍ لا أناسُبه . ২
فواللهِ لولا أنَّني كلَّ ساعةٍ ** إذا شئتُ لاقيتُ امرأً ماتَ صاحبُه . ৩
إذا ما اعتريتُ الدهرَ عنه بحيلةٍ ** جُددُ حزنًا كلَّ يومٍ نواديه . ৪

(৫৬)

দুনিয়ার প্রতারণা

- ১ দুনিয়ার চেয়ে বড়ো ধোঁকাবাজ আর একটাও নেই
দুনিয়ার মোহ দুনিয়াবাসীকে ফেলে শুধু ধোঁকাতেই
ঘনিষ্ঠজন হিসেবে কেবল মৃত্যুকে আমি দেখি
জীবনের সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে কথা বলে শুধু সেই।^২
- ২ নিকটজনের পুরোনো কবর ঘেঁষে যদি হেঁটে যাই
অচেনা লোকের কবরে হাঁটার অনুভূতি খুঁজে পাই
মনেই হয় না—একদিন তার কাছেই ছিলাম কত!
মনে হয়—তার এবং আমার কোনো পরিচয়ই নাই।
- ৩ খোদার কসম! একই ঘটনাই দেখি প্রত্যেকবারই;
দেখা করবার সাধটা পুরাতে সাক্ষাৎ পাই যারই
—নির্ঘাৎ শুনি সবার কাছেই মৃত্যুর সংবাদ—
সেইদিন কোনো না কোনো স্বজন-বন্ধু হারালো তারই।
- ৪ হয়তোবা আমি কোনো একভাবে সাক্ষ্যনা দেই তাকে
দেখি পরদিন অন্য কারুর বিরহে বেদনা জাঁকে
কিছুক্ষণের জন্য ভোলানো ব্যথা জেগে ওঠে ফের
সদ্য মৃতের শোকে মহিলারা কাঁদতে যখন থাকে।

^২ ‘মৃত্যু ছাড়া মানুষের একান্ত নিজের কিছু নেই
জীবন অন্যেরা ভাগ করে নেয়, খুব প্রকাশ্যেই।’
—কবি ইমতিয়াজ মাহমুদ (১৯৮০-)

(৫৮)

حقيقة الحياة

১. حقيقٌ بالتواضع من يموتُ ** و يكفي المرء من دُنياه قوتُ
২. فما للمرء يصبُحُ ذا هُمومٍ ** وحرصٍ ليس تُدرِكُهُ النُّعوتُ
৩. صنيعٌ مليكنا حسنٌ جميلٌ ** وما أرزأنا عَنَّا تفوتُ
৪. فيا هذا سترحلُ عن قريبٍ ** إلى قومٍ كَلَامُهُمْ سُكُوتُ

(৫৮)

জীবনের হাকিকত

- ১ যাকে একদিন মরে যেতে হবে, তার তো বিনয়ী হওয়া সমীচীন^৩
একটা যবের দানা পেলেও তা দুনিয়াদারির জন্য ঢের।
- ২ মানুষের যে কী হলো, উদ্বিগ্ন আর লোভ নিয়ে কাটাচ্ছে দিন
এত খাই খাই করে বলেই তো দেখা পাচ্ছে না সমাদরের।
- ৩ আমাদের প্রভু যাই ফয়সালা করেন তা শুভ, মঙ্গলময়
যার যা রিজিক পাওয়ার কথা, তা হাতছাড়া হয়ে যাবার তো নয়।
- ৪ এই যে মানুষ! আজ বাদে কাল পৃথিবীটা ছেড়ে যেতে তো হবে
সে কবরগাহে, যেখানে কারুর কোনো কথা নেই, নীরব সবে।

^৩ ‘মৃত্যুই যদি সত্যি এবং মৃত্যুই যদি খাঁটি,
অহংকারের আবরণ ভেঙে চলো হয়ে যাই মাটি।’
—কবি হাবীবাহ নাসরীন (১৯৯১ —)

(১০)
أصول المودة

১. ما وَدَّني أَحَدٌ إِلَّا بَدَّلْتُ لَهُ ** صَفْوَةَ الْمُودَّةِ مِنِّي آخِرَ الْأَبَدِ
২. وَلَا قَلَانِي وَإِنْ كَانَ الْمَسِيءُ بِنَا ** إِلَّا دَعَوْتُ لَهُ الرَّحْمَنَ بِالرَّشَدِ
৩. وَلَا اثْتُمَنْتُ عَلَى سِرِّ قُبْحٍ بِهِ ** وَلَا مَدَدْتُ إِلَى غَيْرِ الْجَمِيلِ يَدِي
৪. وَلَا أَقُولُ نَعَمَ يَوْمًا فَأَتْبِعَهُ ** بَلَا وَلَوْ ذَهَبَتْ بِالْمَالِ وَالْوَلَدِ

(৮০)
সম্পর্কবিধি

- ১ আমাকে যখনই ভালোবাসে কেউ, তার তরে আমি এমন হই :
জীবনের শেষদিনতক তাকে দেবো ভালোবাসা নিখাদ ঢেলে ।
- ২ আমাকে যখনই ঘৃণা করে কেউ, যদিও-বা দেয় কষ্টে ফেলে
‘রহমান, তাকে হেদায়াত দাও’—দুআয় শুধু এ কথাটি কই ।
- ৩ গোপনীয় কথা আমানত পেলে আমি তা দেই না প্রকাশ করে
যা কিছু শীলিত, সুন্দর—তার দিকে রাখি আমি হাত বাড়িয়ে ।
- ৪ যেখানে ‘হ্যাঁ’ বলে রেখেছি, সেখানে কখনো ‘না’ করে দেইনি পরে
খেসারতরূপে পুত্র, কখনও পয়সা যদিও গেছে হারিয়ে ।

(৮১)
واجب حفظ المرأة لثلاث

১. إِذَا مَا الْمَرْءُ لَمْ يَحْفَظْ ثَلَاثًا ** فَبِعُهُ وَلَوْ بِكَفٍّ مِنْ رِمَادٍ
২. وَفَاءٌ لِلصَّدِيقِ وَبَذْلٌ مَالٍ ** وَكِتْمَانُ السَّرَائِرِ فِي الْفُؤَادِ

(৮২)
অতি আবশ্যক তিনটি গুণ

- ১ তিনটা জিনিস যে ঠিক রাখে না, সে অদরকারি, তাকে বেচে দাও—
দরাদরি করা লাগবে না, একমুঠো ছাইও যদি বিনিময়ে পাও—
- ২ বন্ধুত্বের দাবি ঠিক রাখা, খরচের মন থাকা,
গোপন বিষয় প্রকাশ না করে অন্তরে পুষে রাখা ।^৪

^৪ বন্ধুত্বের দাবি পূরণ, প্রয়োজনীয় অর্থ খরচ এবং গোপনীয় বিষয়াদি গোপন রাখা—এই তিনটা বৈশিষ্ট্য যে লোকের মধ্যে নেই, সে এতটাই অপাঙ্ক্বে যে, মানুষ হিসেবে তার কোনো মূল্যই নেই । একমুঠো ছাই যেমন নিতান্ত সস্তা ও সহজলভ্য, এ ধরনের মানুষও তেমনই ।

(১০১)

في الرزق

১. اصْبِرْ عَلَى الدَّهْرِ لَا تَغْضَبْ عَلَى أَحَدٍ ** فَلَ تَرَى غَيْرَ مَا فِي الدَّهْرِ مَخْطُوطٌ
২. وَلَا تُقِيمَنَّ بَدَارٍ لَا انْتِفَاعَ بِهَا ** فَلِلْأَرْضِ وَاسِعَةٍ وَالرِّزْقِ مَبْسُوطٌ

(১০২)

রিজিক প্রসঙ্গে

- ১ সময় যাপনে করবে সবর, কারও প্রতি রাগ নয়
এখন যা ঘটে, সব আগে থেকে লিপিবদ্ধই রয়
(আগে থেকে লেখা হয়েছে, যা সেইমতে সবকিছু হয়)।
- ২ এমন দুয়ারে যেয়ো না, যেখানে গিয়ে কোনো লাভ নেই
পৃথিবীটা বড়ো, রিজিকও ছড়ানো পুরো পৃথিবী জুড়েই।

(১০৩)

القناعة والتقوى

১. أَفَادَتْنِي الْقَنَاعَةُ كُلَّ عِزٍّ ** وَهَلْ عِزٌّ أَعَزُّ مِنَ الْقَنَاعَةِ
২. فَصَيَّرَهَا لِنَفْسِكَ رَأْسَ مَالٍ ** وَصَيَّرَ بَعْدَهَا التَّقْوَى بِضَاعَةً
৩. تَحْزَنُ رَجُلًا وَتَغْنَى عَنْ بَحِيلٍ ** وَتَنْعَمُ فِي الْجَنَانِ بِصَبْرِ سَاعَةٍ

(১০৬)

অল্পে তুষ্টি ও পরহেজগারিতা

- ১ অল্পে তুষ্ট থাকি বলে কত গৌরব আর সম্মান পাই!
'অল্পে তুষ্টি' গুণের অধিক গৌরব কোনো কিছুতেই নাই।
- ২ এই গুণটাকে নিজের জন্য পুঁজি হিসেবেই দেখতে পারো
তাকওয়ার গুণ সাথে নিয়ে সেই পুঁজিতে বাড়িও সামান আরও।
- ৩ লাভ হবে তাতে, কৃপণ ধনীর কাছে বিব্রত হবে না পরে
জান্নাতে চিরসুখী হতে পারো এখানে অল্প সবর করে।

(১৮৮)
মকারم الأخلاق

১. إِنَّ الْمَكَارِمَ أَخْلَاقٌ مُّطَهَّرَةٌ ** فالدين أولها والعقل ثانيها
২. والعلم ثالثها والحلم رابعها ** والجود خامسها والفضل سادسها
৩. والبرّ سابعها والصبر ثامنها ** والشكر تاسعها واللين باقيها
৪. والنفس تعلم أني لا أصادقها ** ولست أُرشدُ إلا حين أعصيتها

(১৮৮)
শুদ্ধাচারী গুণাবলি

১. কিছু বিশুদ্ধ গুণ থাকলেই সম্ভব হবে মহৎ হওয়া
প্রথমটা হলো দীনদারি, আর দ্বিতীয়টা হলো বিবেক থাকা।
২. তৃতীয়ত জ্ঞান, চতুর্থ হলো অন্যের মতামতকে সওয়া
পাঁচ নম্বরে বদান্য হওয়া, ষষ্ঠত মনে করুণা রাখা।
৩. সাত নম্বরে সদাচারী হওয়া, আট নম্বরে ধৈর্য ধরা
নয় নম্বরে কৃতজ্ঞ হওয়া, দশ—ব্যবহার কোমল করা।
৪. আমার মনটা জানে, তার কথা মতো চলি না কখনো আমি
তার ইচ্ছার উলটোটা করে গেলেই তো হই সুপথগামী।

(১৯১)
الزمان ليس له أمان

১. عَجَبًا لِلزَّمانِ في حالتيه ** وبلاءٍ ذهبَتْ منه إليه
২. رَبِّ يَوْمَ بَكَيْتُ مِنْهُ فَلَمَّا ** صِرْتُ في غيرِهِ بَكَيْتُ عَلَيْهِ

(১৯১)

সময়ের নেই বিশ্বাস

- ১ সময়টা খুব অদ্ভুত লাগে, দুই রূপে তাকে ঘুরতে দেখি
একটা বিপদ থেকে সরে গিয়ে সেই বিপদেই পড়ছি, এ কি!
- ২ এমনও সময় এসেছে, যা কিনা অশ্রু বারালো আমার দু চোখে
পরে ভাবি ওই দিনটাই ছিল ভালো, কাঁদি তাকে হারানোর শোকে।

(১৯২)

الثقة بالله

- ১ لا تَعْتَبِرَنَّ عَلَى الْعِبَادِ فَإِنَّمَا ** يَأْتِيكَ رِزْقُكَ حِينَ يُؤَدُّنُ فِيهِ . ১
- ২ سَبَقَ الْقَضَاءُ لَوْقَتِهِ فَكَأَنَّهُ ** يَأْتِيكَ حِينَ الْوَقْتِ أَوْ تَأْتِيهِ . ২
- ৩ فَتَقُ بِمَوْلَاكَ الْكَرِيمِ فَإِنَّهُ ** بِالْعَبْدِ أَرَأْفُ مِنْ أَبٍ بَيْنِيهِ . ৩
- ৪ وَأَشْغُ غِنَاكَ وَكُنْ لِفَقْرِكَ صَائِنًا ** يَضْنِي حَشَاكَ وَأَنْتَ لَا تَشْفِيهِ . ৪
- ৫ فَالْحَزْرَ يُنْجِلُ جِسْمَهُ إِعْدَامُهُ ** وَكَأَنَّهُ مِنْ جِسْمِهِ يُخْفِيهِ . ৫

(১৯২)

আল্লাহর প্রতি ভরসা

- ১ মানুষের দোরে দোরে ঘুরে ঘুরে নিন্দা কুড়িয়ে নিয়ো না ভাগে
রিজিকদাতার সায় পেলেই তো আসবে রিজিক তোমার কাছে।
- ২ কখন রিজিক দেওয়া হবে কাকে, ফয়সালা হয়ে গিয়েছে আগে
সময় হলে তা আসবে, বা তুমি নিজে চলে যাবে রিজিক পাছে।
- ৩ তোমার প্রভুর ওপর আস্থা রাখো, পিতা তার ছেলের প্রতি
যতটা দয়ালু, ততোধিক তিনি বান্দার প্রতি করুণাময়।
- ৪ সচ্ছলতার কথা জানালেও অভাব রাখবে গোপন অতি
অভাবে কাহিল অস্ত্রের ক্ষুধা যদিও লাঘব নাই-বা হয়।
- ৫ মন স্বাবলম্বী না যার, তার দেহ দিনশেষে বিনাশ হয়
দেহের বাইরে ক্ষয়ের চিহ্ন যায় না দেখা, তা সুপ্ত রয়।